জাতি

'জাতি' শব্দের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ হলো- 'জন্' ধাতু + ক্তিন্ প্রত্যয়। 'জন্' ধাতুর অর্থ জন্মানো। সুতরাং 'জাতি' শব্দের অর্থ-প্রকৃতি বা লক্ষণ-বৈশিষ্ট নিয়ে জন্মানো। প্রাচীনকালে জাতি বলতে বোঝাতো জাতি-রাগ। বর্তমানকালে জাতি বলতে বোঝায় রাগে ব্যবহৃত স্বর সংখ্যা অনুসারে রাগে প্রকৃতি ভেদ। এই বিচারে রাগের জাতি তিন প্রকার- (ক)ঔড়ব জাতি (খ) ষাড়ব জাতি (গ)সম্পূর্ণ জাতি।

ঔড়ব জাতি বলতে বোঝায় যে রাগে মাত্র ৫টি স্বর ব্যবহৃত হয়।যেমন-ভূপালী,এই রাগে ম ও নি বর্জিত থাকে।

ষাড়ব জাতি বলতে বোঝায় যে রাগে ৬টি স্বর ব্যবহৃত হয়।যেমন-মারোয়া,এই রাগে প বর্জিত থাকে অর্থাৎ ৬টি স্বর ব্যবহৃত হয়।

সম্পূর্ণ জাতি বলতে বোঝায় এই জাতীয় রাগে সপ্তকের ৭টি স্বর ব্যবহৃত হয়। যেমন-ইমন।

কিন্তু কতগুলি এমন রাগও আছে যার আরোহ-অবরোহে সমান সংখ্যক স্বর লাগেনা। তাই এই মূল তিনটি জাতির আবার উপবিভাগ আছে।যেমন-

(১) **ঔড়ব-ঔড়ব জাতি-** যে রাগের আরোহে ও অবরোহে ৫টি স্বর ব্যবহৃত হয়।

(২)**ঔড়ব-ষাড়ব জাতি-** যে রাগের আরোহে ৫টি স্বর ও অবরোহে ৬টি স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৩) **ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতি-** যে রাগের আরোহে ৫টি স্বর ও অবরোহে ৭টি স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৪) **ষাড়ব-ষাড়ব জাতি-** যে রাগের আরোহে ও অবরোহে ৬টি স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৫) **ষাড়ব-ঔড়ব জাতি-** যে রাগের আরোহে ৬টি স্বর ও অবরোহে ৫টি স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৬)**ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতি-** যে রাগের আরোহে ৬টি স্বর ও অবরোহে ৭টি স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৭) **সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ জাতি-** যে রাগের আরোহে ও অবরোহে ৭টি স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৮) **সম্পূর্ণ-ষাড়ব জাতি-** যে রাগের আরোহে ৭টি স্বর ও অবরোহে ৬টি স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৯)**সম্পূর্ণ-ঔড়ব জাতি-** যে রাগের আরোহে ৭টি স্বর ও অবরোহে ৫টি স্বর ব্যবহৃত হয়।